প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৫৭

প্রকাশক

সুরজিৎ ঘোষ। প্রমা প্রকাশনী

৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ। কলকাতা-১৭

মুদ্রক

মন্মথ সিংহরায়। রূপলেখা

২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট। কলকাতা—৯

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

৭/১ বিধান সরণী। কলকাতা-৬

সূচীপত্র

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীমতী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

কিছুই স্বপক্ষে নেই

কিছুই স্বপক্ষে নেই
এমনকি উড়ো মেঘ
হাওয়া এসে জল ঘোলা করে
সোনালী শিকড় ধ'রে
টান মারে বিনষ্ট রমণী
বিষাক্ত নিঃশ্বাসে
ঝরে যায় সদ্যফোটা ফুল
পায়ে পায়ে পিছু হেঁটে
স'রে যাও তুমি
পবিত্র ধমনী জুড়ে
ছায়াময় নদী আর
অন্তরঙ্গ নিজস্ব নীলিমা
ছাড়া
কিছুই স্বপক্ষে নেই

তাই বসে আছি
নীরব শুভেচ্ছা নিয়ে বসে আছি

ভালো থাকো
সুখ ও সম্পদে ভরে যাক তোমার পৃথিবী

চোখের বিষাদে

নগ্নতার কাছে নতজানু
বসেছিল তোমার প্রেমিক
শরীরের কারুকাজ
উন্মত্ত করেনি তাকে
রক্তের গভীর থেকে
কোনো লোভ কোনো পাপ
অপবিত্র করে নি তোমায়
উন্মুক্ত শরীর থেকে
মধুর যৌনতা নয়
তোমার দু'চোখে চোখ রেখে
তোমার প্রেমিক
খুঁজেছিল আরেক জীবন
অথচ নির্লিপ্ত তুমি সারাক্ষণ
চোখের বিষাদে
ঢেকেছিলে আভরণহীন
শরীরী সুষমা

গল্প

একজন বাঁশিওলা এবং পেছনে তার অনেক ইঁদুর
অনেক পুরনো গল্প
বিশাল পাথর নিয়ে একজন ক্রমাগত অন্তিম চুড়োর দিকে
এটাও নতুন নয়
সমুদ্রের মাঝামাঝি একজন বিষণ্ণ নাবিক
অন্য কিছু বলো
অন্ধকার বারান্দায় একজন অস্থির যুবক
তারপর
অঝোর বৃষ্টির মধ্যে একজন নিমগ্ন যুবতী
তারপর
খেলা চলে অবিরাম প্রকৃতি ও প্রেমে
তারপর
খেলা ভাঙে যেরকম ভেঙে যায় কাঁচের গরাদ
তারপর
প্রেমের প্রকৃতি আর প্রকৃতির প্রেম নিয়ে তর্ক ও বিতর্ক জমে ওঠে
তারপর
দিন আসে দিন যায় প্রার্থনায় বসে থাকে কবি
আতুরতার কাছে স্তব্ধ হয় শিল্পের সুষমা

স্বপ্নের দূরত্ব থেকে

স্বপ্নের দূরত্ব থেকে ডাকো
অত দূরে যেতে পারি আমি

সুবর্ণরেখার জলে ভেসে যায় ম্রিয়মান ফুল
শালবনে জমে থাকে স্মৃতি
মৃতদেহ ঘিরে পরিপুষ্ট মাছির ডানায়
        খেলা করে বিন্দু বিন্দু সুখ
ঈর্ষায় কাতর কিছু মুখ
        পথের নিশানা মুছে দেয়

এ বয়সে খুঁজে খুঁজে
        অত দূরে যেতে পারি আমি

ধর্ম বা আইন

আমাদের মধ্যে কোন ধর্ম বা আইন নেই
নেই পরিচ্ছন্ন কোন চুক্তি
যার কাছে দায়বদ্ধ প্রেম
নেই স্বপ্নের নূপুর
নিরাপত্তাময় বিস্তৃত উঠোন
নেই কোন নিরিবিলি সাঁকো
যে কোন সময় তাই
যাই
ব'লে চলে যেতে পারো

আমাদের মধ্যে কোন ধর্ম বা আইন নেই
আছে অস্পষ্ট আকাশ
আছে ধুলো ঢাকা সবুজ ডিভান
অন্তর্লীন প্রসন্ন সোহাগ
আছে শীতল সম্ভ্রম
নির্ভীক শপথহীন
একান্ত স্বাধীন
মাটির ওপরে তাই
চালাঘর ভেঙে দিয়ে
এই শেষ
ব'লে চলে যাওয়া
হয়ত বা আপাতনিষ্ঠুর
সামাজিক আইনবিরুদ্ধ কিছু নয়

কবিকে

কবিকে উজ্জ্বল হ'তে বলেছিল কোন এক উদাসীন নারী
কবিকে চতুর হ'তে বলেছিল মেধাবী বন্ধুরা
কবিকে লম্পট হ'তে বলেছিল বাচাল বান্ধবী
কবিকে পণ্ডিত হ'তে বলেছিল কিছু সম্পাদক
কবিকে প্রেমিক হ'তে বলেছিল কিশোরী পাঠিকা
কবিকে মাতাল হ'তে বলেছিল দক্ষিণ বাতাস
কবিকে আত্মস্থ হ'তে বলেছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতি
কবিকে নিজের কাছে ফিরে যেতে বলেছিল আশ্চর্য কলম

কবি খুব সন্তর্পণে
    পাখির ভাষায়   মানুষের জন্য
        শোকগাথা গাইতে গাইতে ফিরেছিল ঘরে
পাণ্ডুলিপি দিয়ে
    জ্বালানো আগুনে
        নিশ্চিন্তে পুড়িয়েছিল নিজের হৃদয়
তারপর নতজানু হয়ে
    নির্বিকার প্রার্থনায় চেয়েছিল অবিচ্ছিন্ন ঘুম

যারা সৎ ছিল

যারা সৎ ছিল তারা ঠিক সতর্ক ছিল না

তারা চেয়েছিল
স্বপ্ন ও বাতাস তীব্র স্বাধীন থাকুক
ভেজা মাটি থেকে ইচ্ছেমতো উড়ে যাক মশা
পাখিদের ডানায় জমুক স্মৃতি
সাবলীল রোদ থেকে যে যেমন চায়
উজ্জ্বলতা মেখে নিক
উল্লাসে কাঁপুক চরাচর
অসংখ্য ফুলের নীল
মিশে যাক সমুদ্রের নীলে
উদ্দাম তরঙ্গ থেকে রঙ নিয়ে
আরো নীল সাজুক আকাশ
ভয়স্তূপ থেকে ধুলো ঝেড়ে মানুষেরা বেরিয়ে আসুক

তাদের ছিল না ভয় তাই তারা সতর্ক থাকেনি
ছিল না বিনষ্ট লোভ তাই তারা হিসেবী ছিল না
মুঠো ভরা অবিশ্বাস
সাবধানী নিয়ত সজাগ চোখ
বেড়ালের নিঃশব্দ গোপন খেলা
তৃষ্ণার্ত পৌরুষ
এ সমস্ত আয়ত্তে ছিল না
তাই
বারম্বার হাওয়া এসে ছিন্নভিন্ন করেছিল তাদের বসতি

যারা সৎ ছিল
নিজের স্বপক্ষে তারা কিছুই রাখেনি

কোলাজ

হঠাৎ দু'একটা মুখ   ভাঙা ছাদ
ভীরু পায়ে অন্ত উঁকিঝুঁকি
ক্যামেরার লেন্স
অসহ্য মায়ের কাছে
সাজানো মিথ্যার জালে
দোলাচল কয়েক মুহূর্ত
নিস্তব্ধ পুকুরে অতর্কিতে একটা পাথর
ঢেউ   কয়েকটি হাঁসের খেলা
লজ্জায় আড়ষ্ট ডাক   কিছু কথা
বিদায়বেলার ম্লান হাসি
ভেজা চোখ
তারপর শহরের কাঁচের শো-কেস জুড়ে
স্থির চেয়ে থাকা

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এভাবেই
যাজ্ঞিনীরা জেগে থাকে
কখনো বা হয়ে ওঠে ছবির বিষয়

এভাবেই

বুকের বাঁদিকে এক
টুকরো বরফ রেখে
ভেবেছিলে ভুলে যাবে সব
বাতিদান থেকে গলে যাওয়া মোম নিয়ে
জুড়ে দেবে এতদিন যা কিছু ভেঙেছো
রক্তের গভীর থেকে যে শূন্যতা
বারবার ডেকেছে তোমায়
ভেবেছিলে রক্তপাতে
তার খুব কাছাকাছি যাবে

এভাবেই আসলে মানুষ বিভিন্ন প্রয়াসে
কেবল নিজের হাতে
নিজেকেই বন্দী ক'রে রাখে
কুয়াশায় ঢেকে রাখে সমস্ত জীবন
নিষ্ঠুর শূন্যতা থেকে এভাবেই হেঁটে যায়
অন্য এক শূন্যতার দিকে

সুখ নেই

অভিমানী শরীরী খেলায়
কোনো সুখ নেই
সুখ নেই অশরীরী অন্তর্মুখী টানে
প্রণয়ে
গৌরবে
স্থির উন্মোচনে
বিবর্ণ দু'হাতে কখনো নিভৃত কোনো স্মৃতি নয়
নির্জীব আকাঙ্ক্ষা ঘিরে
শব্দহীন স্বপ্ন অবহেলা
সুখ নেই অন্ধকারে
নরম হাসিতে
করুণায়
পুরস্কারে
সমর্পণে সুখ নেই
নেই প্রতিশোধে
বিরুদ্ধাচরণে
সুখ নেই গোলাঘরে
উদাসীন প্রতিজ্ঞাপালনে

অভিনয়

তিনি বললেন 'ঘনিষ্ঠ হও'—হ'লাম
তিনি বললেন 'উদাম হও'—হ'লাম
উনি বললেন 'লাগছে, একটু ছাড়ুন'
তিনি বললেন 'ক্যামেরা, আগে বাড়ুন'
সুবর্ণরেখা ডাকছে কাছে—'আসুন !'
উনি বললেন 'যাসুন, ভালোবাসুন !'
মহাকাশের নিচে এক চৌকো ঘরের খাট
পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামছে ছোট্ট একটু মাঠ
হারিয়ে যাবার প্রবল ইচ্ছে ঝড় তুলছে বুকে,
তিনি বললেন—'ভাবটা দেখাও, জড়িয়ে আছো সুখে'।

ভেঙে পড়ে হলুদ চেয়ার

নিজের বিন্দুর দিকে
যেতে যেতে ভেঙে যায় চশমার কাচ
রঙহীন পাপোষে জমা ধুলো থেকে
প্রজাপতি নয়
উড়ে আসে বিবর্ণ হলুদ কিছু স্মৃতি

কপালে কাজল টিপ
মেঘ রঙ শাড়ি প'রে বসে আছো হলুদ চেয়ারে
বিমান বন্দরে শেষ দেখা
ঠিক ওড়ার আগেই
অদৃশ্য ডানায় কিছু রঙ দিয়ে মৃদু হেসে বলেছিলে
সাবধানে ফিরো…

কেবলই দূরত্ব বাড়ে
কেন্দ্রের গভীরে একা
ফিরে যেতে যেতে
ক্লান্ত হয় মেধা ও শরীর
ভেঙে যায় বৃত্তের পরিধি

এই খেলা
ফিরে যাওয়া নিয়ে
প্রতীকী শব্দের ভিড়ে ভেঙে পড়ে হলুদ চেয়ার

তোমার প্রেমিক

তোমাকে পিতার মতো আগলে রাখে তোমার প্রেমিক
যখন দস্যুর মতো ছুটে আসে পাপ
খরস্রোতা   নোনাজল ঢুকে যায় তোমার বাগানে
জলের বিরুদ্ধে একা
সে তখন সামনে দাঁড়ায়
মাটি কেটে উঁচু করে বাঁধ
কাঁটাতারে ঘিরে রাখে তোমার সীমানা

তোমার সুখের জন্য
সে তখন পায়রা ওড়ায়
আনে রোদ আনে ছায়া
রঙীন মোড়কে ঢাকা
নীল সুখবর
তুমি এতে ক্ষুব্ধ হও
আরো বেশী স্বাধীনতা চেয়ে
যেতে চাও অন্য বাসভূমে

তোমার শান্তির জন্য তোমার প্রেমিক
নিজেকে নিঃশেষ করে
আগুনে পোড়ায় তার প্রিয় ঘরবাড়ি

তখন না হয়

থামবো
নাকি চলতে চলতে কথা হবে
চলতে চলতে
বলতে বলতে মেঘ জমবে ঝড় উঠবে
বারুদ কিম্বা আগুন নিয়ে তর্ক হবে
পেশীর কথা
কৃষির কথা
রামপ্রসাদী গানের কথা
আটপৌরে নীতির কথা
বলতে বলতে চলতে চলতে
হঠাৎ যদি ক্লান্ত লাগে
তখন না হয় বসা যাবে
নদীর ধারে অন্ধকারে
তখন না হয়
ফসল কিম্বা বীজের কথা
প্রাগৈতিহাসিক শীতের কথা
ভ্রূণের কথা ঘুণের কথা
তখন না হয়
স্বপ্নবহুল দেওয়াল কিম্বা
সিঁড়ির কথা ভাবা যাবে

লোরা ডিন-কে

ক্ষমা করবেন লোরা ডিন—অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে যখন জ্যামিতিক
ছন্দময় আপনার নাচের বিদ্যুৎ অনিবার্যতায় আমাদের আবিষ্ট
করছিল অলৌকিক আলোয় নরনারীদের হাত পা পেশীর
সঞ্চালন যখন মুগ্ধতায় আমাদের রক্তের মধ্যে নেশা ধরাচ্ছিল
তখন হঠাৎ ঠিক তখনই এক অগ্নিকাণ্ডের ভয়ে আমরা কেঁপে উঠি
আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে জলন্ত হিটার এ্যাসিডের শিশি
ভেংচি ভর্তি মুখ—ভেসে ওঠে নিষ্পাপ মেয়ের মুখ—মঞ্চের ওপরে
নৃত্যরত পদপাত আমাদের মাথার মধ্যে দ্বিগুণ শব্দে বারম্বার
বিস্ফোরণ ঘটায়—আমার স্ত্রীর চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জল
যা দিয়ে কোন আগুন নেভে না—আমি একটা টেলিফোনের
জন্য দৌড়তে থাকি—নতজানু হই—কলকাতার নিষ্ঠুর মানুষদের
তালিকা তৈরী করে ফিরে আসি পুনরায় আপনার নাচের মধ্যে
এক বিশাল অগ্নিকাণ্ডের সামনে দাপাদাপি করে ঘুরে ঘুরে
বৃত্তের বাইরে এসে বৃত্তের ভেতরে গিয়ে নাচতে থাকে আপনার
ছেলেমেয়েরা······ক্ষমা করবেন লোরা ডিন্ অপরূপ নাচের
সঙ্গে জলন্ত হিটারের কোলাজ্ তেমন শিল্পময়
ছিল না সেদিন

স্বপ্নের বেলুন

অনন্ত আকাশ থেকে কিছু নীল মেখে নিয়ে
উড়ে যায় মায়াবী বেলুন
ওই নীল তোমার পছন্দ নয়
নাকি ঐ নীলের ভেতরে
ভিন্ন এক রঙের আভাস
নিয়ে যায় অন্য এক অভিন্ন শহরে
যেখানে মেঘেরা ঠিক
তেমন নিষ্ঠুর নয়
কুয়াশায় যেখানে মানুষ
বিরামবিহীন তবু
হেঁটে যায় মানুষেরই দিকে
নির্জন গাছের ডালে অনিবার্য
একা একা ডেকে না পাখি

অথবা সঠিক ছিল রঙ
বেলুনের স্বপ্ন ওড়াউড়ি
উড়ে যাওয়া নিয়ে আপত্তি তোমার
কেন না হয়ত ঠিক এভাবেই
তোমার আয়ত্বাধীন
টিলার ওপরে উড়েছিল
অন্য এক পাখি
যার ডানার উল্লাসে ভেঙেছিল ঘরবাড়ি
মায়াবী শহর আর প্রিয়তম নিজস্ব নির্মাণ
তবু
অনন্ত আকাশ থেকে কিছু নীল মেখে নিয়ে
উড়ে যায় স্বপ্নের বেলুন

দিগন্তরেখার দিকে

দিগন্তরেখার দিকে
ধীর পায়ে হেঁটে গেলে একা
ছিল না পেছনে কোন স্মৃতি
ম্লানমুখ
প্রিয়তম ছবি
কোথাও ছিল না কোন
গন্ধময় শোক
বিদায়ী ভাষণ
কিম্বা নীল
উড়ন্ত রুমাল

একা একা এই হেঁটে যাওয়া
বহুদিন
তোমার আয়ত্তাধীন ছিল
ছিল শীতের চাদরে ঢাকা
স্বপ্ন
ছিল নিস্পন্দ জীবন ঘিরে
মায়াবী বিভ্রম
শরীরের আনাচে কানাচে
জমে থাকা
বিতর্কিত সুখ

এই সুখ আর রঙীন বিভ্রম নিয়ে
শোকগাথা লেখা হয়েছিল
শোকের আড়াল থেকে
উড়েছিল অবুঝ মুনিয়া

ফুটেছিল ক্রিসেন-থিমাম
শব্দ নিয়ে উঠেছিল ঝড়
ধ্বনি নিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে
ভেঙেছিল সিঁড়ি
কিছু কিছু প্রাচীন নির্মাণ
অন্ধকূপ থেকে
বিশুদ্ধ শরীর নিয়ে
এসেছিল আরেক সভ্যতা
যা তোমাকে
দেয়নি কিছুই
নাকি
তুমি তার যোগ্য নও ব'লে
কেবলই পেতেছো হাত
মুঠোভরে
বারবার
দিয়েছো অঞ্জলি
পিচ্ছিল সড়ক থেকে
নির্জন অরণ্যে
কেবলই খুঁজেছো তাকে
যে তোমাকে হঠাৎ জানাবে
যোগ্য ব'লে জানাবে কুর্নিশ

কে কার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে
মেঘ না আকাশ
জ্বলন্ত চিতার পাশে
ম্রিয়মাণ ফুল
নাকি
বহ্নিমান শিখা

উড়ন্ত ফানুস
নাকি
প্রাকৃতিক হাওয়া

যোগ্যতাবিহীন কোন পুনর্জন্মে
বিশ্বাসী ছিলে না
ছিলে না তার্কিক
তাই
জন্মের বিরুদ্ধে কিছু
গান গেয়ে
সাহসে স্বাধীন
এক শবাধার
রেখেছিলে নিকোনো উঠোনে

বর্ণহীন আয়ুষ্কালে
বহুবর্ণ সুখের সন্ধানে
পারিপার্শ্বিকের কাছে
নতজানু হয়েছিলে
বোধ কিম্বা বুদ্ধি নয়
অশুভ শক্তির হাতে
বারম্বার দিয়েছো বকুল
আশ্চর্য পৌরুষ নিয়ে
অকারণে
সেজেছো ভিক্ষুক
যেন ক্ষমা
যেন পরাজয়ে
সমাহিত ছিলে
যেন মুখোমুখি দাঁড়াবার

মানুষ পাওনি
যেন জয় মানে পিছু হাঁটা
অনশ্বর ঘুম
তাই
সেতুর ওপরে একা
বিষণ্ণ সম্রাট
অস্পষ্ট জলের শব্দে
মুগ্ধ হয়েছিলে

দিগ্‌ভ্রান্ত ছিলে কি তখন
নাকি যেদিকেই যাও পথ শুধু পথেরই মতন তাকে
ডেকেছিল
জেনেছিলে কোনদিকে ঈপ্সিত আগুন
কোনদিকে ঠোঁটের মহিমা
কোনদিকে পরাজিত মানুষেরা বিজয়ীর মতো হাঁটে
নাচে
উৎসবে পায়রা ওড়ায়
কোনখানে প্রলুব্ধ নারীর হাত নগ্ন করে
নিজের শরীর
কিম্বা কোন অন্ধ নারী
হৃদয় না ছুঁতে পেরে
তোমাকে হিসেবী বলে ব্যঙ্গ করে
কোন অন্ধে
প্রতিবাদ নেই
নেই অস্থির গোপন কারুকাজ
জেনেছিলে কোনদিকে স্বপ্ননীড়
কামনাবিহীন নারী
ভালোবাসা মেলে দিবে

বৃক্ষ হতে পারে
কোনদিকে
লক্ষ্যভ্রষ্ট তৃষ্ণার্ত মরাল

কিছুই ভাখোনি তুমি
হয়ত বা জানোনি কিছুই
প্রচ্ছন্ন পাতার নিচে
যে ফুল ফোটার ছিল
যে ছায়া
তোমার জন্য এনেছিল মেঘ
তুমি কোনদিন
ভাখোনি তাদের
মানুষের সংসারে
নিঃশব্দ মাছের মতো
শুধু ভেসেছিলে
পরিত্রাণ চেয়ে
সুদৃঢ় জালের দিকে
ছুটেছিলে উন্মত্ত ঘৃণায়

এই সমর্পণ
এই ছুটে যাওয়া
গতানুগতিক
নাকি হৃদয়বিহীন কোন
নিষ্ঠুর নিয়তি
এ নিয়ে বিতর্ক নয়
শোনো কান পাতো
ভাখো
অস্থির বাতাস আজ

কেমন ছোঁৎ
সধরে ওড়ায় কিছু পাতা
নিঃশব্দ কোরক
অলৌকিক বিছানায়
কেমন পবিত্র হয় দেহ
ফুটন্ত ফুলের কাছে
কিভাবে কৃপণ হয় নারী

যাও
ঘনিষ্ঠ হৃদয় ভেঙে
তৈরী করো পথ
মানুষের বদলে আকাশ নিয়ে
গভীর সমুদ্র নয়
উদ্দাম স্রোতের কথা ভেবে
হেঁটে যাও
ভুলে যাও
আন্তরিক মুহূর্তের হাসি
বহু দূর উপকূলে
উত্তেজনায়
কেঁপে ওঠা হাত

হাঁটো
হেঁটে যাও
নিজেকে নিজের হাতে রাখো
যদি চাও
আগুনে পোড়াও
যত পিছুটান
বিষন্ন অতীত

যাও
এভাবে না গেলে
আর কোনদিন
যাওয়াই হবে না
অতর্কিতে
যাবে রাজ্যপাট
দমকা হাওয়ায়
উড়ে যাবে শোলার মুকুট
বশংবদ প্রজা এসে
খুলে নেবে সমস্ত পোষাক
প্রিয়তম ঠোঁট থেকে
ঝরে পড়বে
বিষাক্ত গরল
তার চেয়ে
যাও
এভাবে না গেলে আর
কোনদিন যাওয়াই হবে না

এখন কবিতা

যে নারীর রূপজলে ভেসেছিল হেমন্তের দিন
যে নারীর এলোচুলে উড়েছিল বিষণ্ণ আকাশ
যে নারীর কাছাকাছি যেতে গিয়ে কখনো যাইনি
তাকে নিয়ে আমি কোন কবিতা লিখিনি

এখন কবিতা থেকে নারী
ভুয়ো রাজনীতি
মানুষের জন্য মায়াকান্না
সমস্ত কিছুই আমি সরিয়ে রেখেছি

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে   ক্ষোভে ও বিস্ময়ে
এখন কেবল শুধু
নিজেকেই দেখি
কখনো বা লিখে ফেলি
দু'একটা লাইন

সবাই গৃহস্থ হ'লে

সবাই গৃহস্থ হ'লে
একজন কেবল সন্ন্যাসী
ধর্মের শিকড় ধরে শূন্যতায়
শ্মশানে কবরে
একজনই নেহাৎ বেকুব
উড়ন্ত স্বপ্নের কাছে
ফুটন্ত ফুলের কাছে কিছুই না চেয়ে
সে কেবল
মেঘের ওপরে সযত্নে সাজালো মেঘ
হাওয়ার পেছনে জুড়ে দিল আরো কিছু হাওয়া
তোমাদের সুখ ও শান্তির কথা ভেবে
শস্যক্ষেত্রে ভরে দিল জল
অভিমানী গৈরিক বসনে
বেঁধে নিল যা কিছু জীবাত্ম
স্মৃতি
পিছুটান
শরীরী সংশয়

গ্রীলে শক্ত কাঁটাতারে
সবাই নিশ্চিন্ত হ'লে
একজনই কেবল ভিক্ষুক
মঠে ও মন্দিরে
যায় ঘরবাড়ি
কৃষ্ণ-ভবিষ্যৎ

এই তো পেয়েছি হাত

এই তো পেয়েছি হাত
দাও কতটুকু দিতে পারো দেখি
বাঁশির ওপরে কেন কাঁপছে আঙুল
কেন ঠোঁটে শব্দহীন ভাষা
পবিত্র নখের ম্লান
নিয়ন্ত্রণে
কেন স্তব্ধ শরীরী মূর্ছনা
তবে কি বিষণ্ণ শীত
রোমকূপ থেকে তবে নেয় সমস্ত উষ্ণতা
নাকি বসন্তের প্রবল উত্তাপ
সুখ ও শান্তির উৎসে
তাকে সন্তর্পণে

কেন চোখে
প্রবাসী হাওয়ার স্মৃতি
শৌখিন বিভ্রমে কেন
অমুদার দুর্বিনীত হাত

আমি তো নেবারই জন্য
নতজানু
দাও
কতটুকু দিতে পারো দেখি

পতনের দৃশ্য

যাবে যাও
দেখে যেও
অন্ধকার সিঁড়ির দু'ধারে
কিছু কাঁটা
পিছল উঠোন
মায়াবী মুখোশ পরা
গুটিকয় কামুকের হাত
ডেকেছে তোমায়

যাবে যাও
দেখে যেও
অথবা যাবার আগে
অন্ধ ক'রে যাও

পতনের দৃশ্য আমি দেখিনি কখনো

বিষণ্ণ ওষ্ঠেই কেন

কেন যতো পবিত্রতা জমা থাকে ঠোঁটে
উন্মুক্ত শরীর দিলে
    দিলে উড়ন্ত পাখির ছায়া
        মমতামাখানো হাত   নিবিড় বর্ষণ
দিলে কিছু অনুপম প্রতীকী ভঙ্গিমা
    মাধুর্যে উজ্জ্বল ঘর
        স্বপ্নের দেওয়াল
দিলে আচ্ছন্ন তুষারপাতে
        নিঃশব্দ নখের চিহ্ন
জ্যোৎস্নায় সমাধি ঘিরে লাল প্রজাপতি
        চাতুর্যবিহীন চোখ
    দিলে মগ্ন শরীরী উষ্ণতা
    দিলে রক্তচাপ
    আদিম লাবণ্যমাখা বিশুদ্ধ কামড়

প্রায় সবই দিয়েছিলে
        দিলে না অস্থির ঠোঁট
            ধ্বনিময় হাসি
ফুলের কোরক থেকে ওড়ালে না বীজ
        গভীরতম নীড়ে
    ঝরালে না ভোরের শিশির
        ভেজালে না দ্বিধাহীন ঠোঁট

বিষণ্ণ ওষ্ঠেই কেন যত কিছু পবিত্রতা ছিল

আজন্ম ভিখারী বেশ

আর নয়
আজন্ম ভিখারী বেশ নিয়ে যাও
চাই না উড়ন্ত মেঘ
হাওয়া
ব্যবহার জীর্ণ শব্দ
            স্মৃতি
            কিংবা কোন মন্ত্র উচ্চারণ
চাই না উত্তম আর
            তর্কাতীত বিশুদ্ধ প্রয়াস
                    চাই না শিকল

সৃজনশীলতা থেকে
মন্ত্রময় প্রতারণা থেকে
স্বপ্নের রহস্য থেকে
                    দূরে একা একা
কোন বিবৃতি বা ঘোষণা ছাড়াই
                        চ'লে যাবো
নাও
আজন্ম ভিখারী বেশ
আর নয়
যেতে দাও   দেরী হ'ল
                    দেরী হ'ল খুব

বীজ

যে বীজের জন্ম নীল যন্ত্রণায় শুয়ে
সেই বীজ থেকে
প্রকৃত সম্পর্ক গড়ে ওঠে
লাঞ্ছনার রোদ   অবহেলা
অনুকূল জলবায়ু হয়ে
শক্ত করে ভিত   ডালপালা   সোনালী শিকড়
অবিশ্বাস পোকা হয়ে যে বীজের ভিতরে লুকোয়
তাকে যত জল দাও
দাও অম্লজান
সে কখনো প্রসূতি হবে না

রূপসী নির্মাণে তুমি
পক্ষপাতী ছিলে
নিঃশব্দ ভাঁটায় একা
উপেক্ষিত
তাই জেগে আছি
যদি কোন বীজের উল্লাসে
অকস্মাৎ কেঁপে ওঠে বর্ণহীন মাটি

পাপ ও পুণ্যকে ঘিরে

পাপ ও পুণ্যকে ঘিরে দ্বিধাদ্বিত ছিলে
ন্যায়ে ও অন্যায়ে ছিল গোপন সংশয়
শাখা ও প্রশাখা নিয়ে
যে জীবন ছুটে যায় অনন্তের দিকে
তাকে কি থামিয়ে দেয় ছোটখাটো
স্বার্থের বিধান
ফুলের লাবণ্যে দীন অভিভূত মানুষের চোখ
কখনো কি ঢেলে দেয় বিষ

তোমাকে ঘিরেই যার
অমলিন জীবনযাপন
যে হাত সৃষ্টিকে ছোঁয়
সে কি আর
কখনো ছড়াতে পারে ধ্বংসের বীজ
সে কি জানে প্রতারণা
পঙ্কিল হিসেব

তুমি কি নিজেই ঠিক নিজেকে চিনেছো
তাই বারবার
তাকেই ফেরাও কেন
যে কেবল প্রাকৃতিক ভ্রমণে বিশ্বাসী
যে জানে না
বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত
যে জানে না
শরীরের বদলে সোহাগ

যখনই

যখনই বিপন্ন বোধে ছুটে যাই
খোলা দরোজায় তুমি নেই
অন্তর্বীক্ষণের কাচে যখনই সুখের চিহ্ন
তুমি নেই
জটিল আবর্তে তীব্র যখনই প্রলয়
যখনই সংকটে নীল উচ্ছিন্ন শরীর
শিরা উপশিরা খুঁড়ে অন্তরঙ্গ
যখনই সুষমা খুঁজি তুমি নেই

তুমি নেই অপমানে
বিপর্যয়ে
আর্তনাদে নেই কোন সোহাগী আঙুল

চিঠিপত্রে
দূরভাষে
স্বপ্নে
হয়তবা স্মৃতিচারণায় ঠিক আছো
লৌকিক বিষাদে
দ্বিধায়
অসুখে
নতমুখ জীবনযাপনে তুমি নেই

প্রকৃত মর্যাদাবোধে

প্রকৃত মর্যাদাবোধে ছেড়ে দিলে সমস্ত সম্পদ
যেন ধর্মযুদ্ধে জয় কোন জয় নয়
পরিশ্রমী নিঃসঙ্গ শত্রুকে
দ্বিগুণ ঐশ্বর্য দিয়ে ছেড়ে দেওয়া
যেন এ যুদ্ধের প্রথম নিয়ম
যেন জয় মানে চতুর্দোলা নয়
আতিশয্যহীন দীপ্ত হেঁটে যাওয়া
বর্ণময় বিজয়মিছিল নয়
সাদা ফুলে
শোকের আবহ গড়ে তোলা
নিষ্ঠুরতা নয়
মঞ্চ থেকে মানুষের মধ্যে নেমে আসা
যেন জয় মানে
প্রতিশ্রুতি ক্ষমা

প্রকৃত মর্যাদাবোধে ছেড়েছিলে রাজ্যপাট
ক্ষমতালোলুপ অসংখ্য হাতের দিকে
ছুঁড়েছিলে আশ্চর্য উষ্ণীষ
অন্ধকার সুড়ঙ্গের চাবি

অস্থির নাগের পিঠে

বিপ্লবে উদ্যোগী নও
আগুনেও প্রচণ্ড অনীহা
অথচ অনন্তকাল পুড়তে পুড়তে ছাই

অহর্নিশ বুকের ভেতরে তীব্র হলাহল নিয়ে
মহাশ্মশানের নামে জেগে আছো
স্বপ্ন নেই
স্মৃতি নেই
সন্তান সন্ততি নিয়ে উজ্জ্বল বিস্ময় নেই
নেই প্রাচীন আবেগ
ফুলের কোরক আর
শুকনো বীজের কাছে
নেই কোন দীপ্ত যাতায়াত
দগ্ধভূমির কাছে নেই অঙ্গীকার
নেই কোজাগরী পূজোর পাঁচালী

তবুও শৌখিন
কেমন আশ্চর্য জেগে আছো
যেন বুকের বাঁদিকে ঐ নিঃশব্দ স্পন্দন
মানে সুখ
রূপকথা
যেন ঐ জাগরণ মানেই আশ্রয়
যেন
পায়ের সঙ্গে পা
মুখের সঙ্গে মুখ
কিবা অন্য কোন বুকের উষ্ণতা

তেমন জননী নয়
যেন পারস্পর্যহীন অরণ্য কুঠারে
যেন নদী ও নৌকায়
দাঁতে ও কাঁকরে
যেন নারী ও মাদলে কোন সম্পর্কই নেই
যেন উন্নত সারের কাছে
কখনো কৃতজ্ঞ নয় মাটি

এই নিদারুণ জীবনযাপনে
কোন ক্ষোভ প্রতিবাদ
ছিল না তোমার
হঠাৎ চোখের সামনে
তড়িঘড়ি বদলে যায় নারী-পুরুষেরা
ভেঙে যায় সিঁড়ি
সোনালী মেঘের স্বস্তি নয়
বৃষ্টির বদলে ঝরে বিষ
বদলে যায় রঙ
কালোবাজারীর হাতে চলে যায়
যা ছিল গোপন মধুমাস
বিনম্র পবিত্র ঠোঁটে
ব'সে থাকে মাছি
সলজ্জ চৌকাঠে
কিছু নিমপাতা ভেজা ডাল
উজ্জ্বল শহর জুড়ে
ভয়ংকর উন্মত্ত মানুষ

তবু নির্বিকার জেগে আছো
মরা মানুষের চোখ

সমপ্রাণ বন্ধুকে ভোরবেলা প্রেমের কবিতা এবং…

সমপ্রাণ বন্ধুকে

শিকড়ে গচ্ছিত থাক শোক
চলো কাচের গাড়ির কাছে বসি
শিরায় শিরায় থাক অভিমান
চলো জলন্ত চুল্লির কাছে বসি
স্রোতে ও উজানে হোক বোঝাপড়া
চলো নিষ্কাম নদীর কাছে বসি
যুক্তি ও আবেগে আজ সন্ধি হোক
চলো প্রকৃতির কাছাকাছি বসি

ভোরবেলা

ভোরবেলা ভিজেছিল শাড়ির আঁচল
ভোরবেলা ভিজেছিল বিষণ্ণ গোলাপ
ভোরবেলা বৃষ্টিপাতে
ভিজেছিল উদাসীন নরম বালিশ
তানপুরা
মৃদঙ্গ নূপুর
ভোরবেলা ভিজেছিল যুঁই
চাঁপাগাছ
নিশ্চিহ্ন গোলাপ
ভোরবেলা ভিজেছিল সুখ
শব্দহীন নিঃসঙ্গ দেওয়াল
ভিজেছিল অভিমানী শরীরী উঠোন

প্রেমের কবিতা

এই কাঁধ
বন্দুক রাখার জন্য তোমায় দিলাম
এই মাথা
কাঁঠাল ভাঙার জন্য তোমায় দিলাম
এ পৃথিবী নষ্ট করো
তোমায় দিলাম
এই চোখ
তুমি ছাড়া কিছুই দেখে না তাই
তোমায় দিলাম

সাপ

বারান্দায় শুয়েছিল সাপ
তুমি ছিলে ঘরের ভেতরে
বারান্দায় পড়েছিল ঝাঁপি
তুমি ছিলে ঘরের ভেতরে
নির্বিরোধী সাপ ছিল
অন্ধকার ঘুমের প্রত্যাশী
তুমি ছিলে ঘরের ভেতরে
শব্দময় ঝাঁপি থেকে শুধু অবহেলা

তুমি ছিলে ঘরের ভেতরে

সর্বনাশ

কেঁপেছিলে ভয়ে অথবা ভয়াল শীতে
উত্তেজনাই আমায় কাঁপিয়েছিল
কেঁপেছিলে খুব লজ্জায় আবেগে
বিহ্বলতাই আমায় কাঁপিয়েছিল
পায়ের তলায় কেঁপেছিল মাটি
গাছ কেঁপেছিল ঝড়ের আভাসে
অলস আলাপে কেঁপেছিল ঠোঁট
ফুটো কলসীতে জল কেঁপেছিল
কেঁপেছিলে খুব মন্ত্র উচ্চারণে
সর্বনাশই আমায় কাঁপিয়েছিল

যদি নিমন্ত্রণ পাও

যদি নিমন্ত্রণ পাও
শোকজ্ঞাপনের দিন এসো
এই চোখে চোখ রাখার যন্ত্রণা নেই
মুখোমুখি বসার যন্ত্রণা নেই
দুঃখের হাঙ্গামা নেই
জয় পরাজয় ধর্মাধর্ম
এমন কি বিনষ্ট শস্যের প্রতি
কোন দায়ভার নেই

যদি নিমন্ত্রণ পাও
স্মরণসভায় ঠিক এসো

শব্দের দু'হাত

তোমাকে ফুলের হাতে ছেড়ে দেবো
অথবা ভুলের
তোমাকে কুলের হাতে ছেড়ে দেবো
অথবা শূলের
এই ছন্দময় শব্দরাশি সব নিরর্থক
দেবো
ছেড়ে দিতে হবে

তোমার পছন্দমতো বেছে নিও শব্দের দু'হাত

বৃষ্টি

অযথা অমন ক'রে বৃষ্টিতে ভিজো না
ওই নগ্ন শরীরে তোমার
দুরন্ত বৃষ্টির ফোঁটা
যদি কোনো চিহ্ন এঁকে দেয়
নিন্দুকেরা আমাকেই দোষ দেবে

অথচ তুমিও জানো
হয়তবা এতদিনে বৃষ্টিও জেনেছে
বহুকাল একসঙ্গে আমরা ভিজিনি

এসো নীল নশাদ্রির কথা হোক

দায় ও দায়িত্ব নিয়ে তর্ক নয়
এসো   মায়ামুক্ত পুতুল নাচের
    পথভ্রষ্ট পুরুষের
        সময়চেতনা নিয়ে কথা হোক
দর্শন বিজ্ঞান নয়   দুর্বল চড়ুই নয়
নারী বা গণিত নয়
শব্দহীন প্রবেশ প্রস্থান নিয়ে কথা হোক
জল কি তৃষ্ণার কাছে দায়বদ্ধ
রক্ত কি কাঁচের কাছে   বস্ত্র কি ঝড়ের কাছে
ডানা কি পাখির কাছে দায়বদ্ধ
অক্ষর কালির কাছে   সমুদ্র বালির কাছে
ফুল কি মালির কাছে
        এ সমস্ত থাক্
শীতের বরফ কিংবা
নাচের মুদ্রার কথা হোক

জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মেঘের সম্পর্ক
মেঘের সঙ্গে ঝড়ের   ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির
ধর্মের সঙ্গে শান্তির
আদিম শব্দের সঙ্গে সভ্যতার
চুলের সঙ্গে খোঁপার   পাখার সঙ্গে খোপার
এমনকি
তুলোর সঙ্গে লেপের সম্পর্ক নিয়েও
                কোনো কথা নয়
উদাসীন বিচ্ছিন্ন শৈশব আর
        সোনালী ধানের কথা হোক

অথবা শৈশব থাক্
থাক্ সতর্ক যৌবন
        গরু ও লাঙল   খরা   পঙ্গপাল থাক্
কৃষিবিভাগের কথা থাক্
এসো   ভবিষ্যৎ   কাঠ ও আগুন
স্বপ্নহীন শেষের সেদিন নিয়ে
                    কথা হোক
প্রথামতো
        শোক ও সন্তাপ ছাড়া
ধূসর শূন্যতা ছাড়া   ফুল ও কীর্তন ছাড়া
        আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
                    কথা হোক
শবদেহ ঢাকা হবে কিসে
লাল কিম্বা গৈরিক পতাকা
কবিতার পাণ্ডুলিপি   অজস্র প্রচ্ছদহীন বই
নাকি প্রিয় রঙীন পোষাক
কে পরাবে চন্দনের ফোঁটা
শবযাত্রী শুধু পুরুষেরা   নাকি নারীরাও   হরিধ্বনি দেবে
তোরঙ্গ খুলবে কে
যে লেখা হয়নি ছাপা
যে দেনা হয়নি শোধ
কে নেবে সমস্ত দায়ভার   কে দেবে খবর বন্ধুদের
    কার জন্ত কতক্ষণ রাখা হবে দেহ
কে লিখবে এপিটাফ   কে তুলবে শেষতম ছবি
সংবাদপত্রের দু-লাইন অনুদান   পেতে হলে
        কার কাছে যেতে হবে
শ্রাদ্ধের মণ্ডপে কোন কবিসভা
        গীতাপাঠে কারা কারা নিমন্ত্রিত হবে

বুকের দীনতা নয়   প্রখর দায়িত্ববোধ
অক্ষমতা নয়   শক্তিমান উজ্জ্বল কলম
লোভ নয় ঈর্ষা নয়   উদাসীন বিশুদ্ধ আবেগ
মহানুভবতা নিয়ে কথা হবে
নিবিড় প্রেমের জন্য ঘৃণা নয়
নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে   বর্ণহীন দিন নিয়ে
অশ্রুময় অবহেলা নিয়ে   কে দেবে ভাষণ
শোকজ্ঞাপনের নামে
        নিয়মমাফিক
            কারা কারা নতজানু হবে
এসো   এ সময় স্থির হোক

যদি আর সময় না পাই
'বিদায়' বলার আগে   যদি অতর্কিতে   হঠাৎ আড়ষ্ট হয় জিভ
এসো কিছু দৈনন্দিন
পার্থিব বিষয়ে কথা হোক
অথবা পার্থিব দায়
অনাগত দিনের দায়িত্ব নিয়ে কোনো কথা নয়
সন্ধি বা যুদ্ধের
মুক্তি বা সেবার কথা হোক
নষ্টচাঁদ আর   বিষণ্ণ ছুঁচের
উন্মুক্ত চুলের   সুখবন্দনার   ভূমিকর্ষণের   কীটনাশকের
সেরম্বালি কিম্বা
        নীল মশারির কথা হোক
এসো
    প্রচ্ছন্ন ঘরের   প্রগতির
অভিজ্ঞের   পরিকল্পনার
কিম্বা ছায়াহীন
        পরাবাস্তবের কথা হোক

তেমন জরুরী হ'লে

ভীষণ জরুরী হ'লে   যাও
যেভাবে ঝড়ের সঙ্গে
              যায় খড়কুটো
অথবা প্রচ্ছন্ন টানে
              নদীর ভেতরে যায়
                    একলা মানুষ

মধ্যরাতে
যেভাবে নারীর যত অহঙ্কার যায়
যেভাবে তৃপ্তির কাছে
              নতজানু দাঁড়ায় শরীর
যেভাবে তৃষ্ণার কাছে
              ভেসে যায় ঘর গেরস্থালি
যাও
তেমন জরুরী হ'লে যাও

শিকড়বিহীন এই চলে যাওয়া
              শুধুমাত্র মানুষ শিখেছে

তোমার দিকেই

চলার গতি কিম্বা পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো
আমি তোমার দিকেই স'রে এসেছি অনেকটা
ফেলে এসেছি ভাঙা ছাদ ছেঁড়া তুলো
জলপ্রপাতের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছি নরম বালিশ
পড়ন্তবেলার রোদে
স্মৃতিফলকের পাশে
একা একা দাঁড়িয়ে হঠাৎ
উড়িয়ে দিয়েছি উত্তরীয়
তুমুল নদীর বুকে
ভাসিয়েছি পুরনো সিন্দুক

চোখের পাতা কিম্বা ব্যাকুল ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো
নিরাপদ যে দূরত্ব
সর্বদা চেয়েছো
আমি তারও বেশী দূরে যাবো ব'লে
ভারমুক্ত
হাঁটতে হাঁটতে
অলক্ষ্যে কখন
তোমার দিকেই স'রে এসেছি অনেকটা

নীল প্রজাপতি

ছিল ফুলদানি
ছিল ক্রীতদাস
আধফোটা ফুল
আবহসঙ্গীতে ছিল মৃদু এক
মায়াবী সেতার
আয়োজন ত্রুটিহীন
তবুও ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠো তুমি
বারান্দায় সাজানো বাগানে
নিরুত্তেজ বসে থেকে
কষ্ট পাও
ভাবো
কেন
উচ্ছিষ্ট নারীর গায়ে বসেছিল নীল প্রজাপতি

আমরা এখন

স্বাস্থ্যবতী রমণীর চোখে
মেঘ না মদিরা
অনাত্মীয় কুঁড়ির উচ্ছ্বাসে
বসন্ত না মায়াময় শীত
এ সমস্ত বিতর্কে না গিয়ে
এসো   নিস্তব্ধ সবুজ ঘাসে
মাথা রেখে
আমরা এখন
উড়োজাহাজের
সাঁতারের
অথবা যুদ্ধের কথা বলি
জলসাঘরের সেই বাতিদান
মাকড়সা
মনে আছে   সাপের খোলস
দানিকেন বলেছেন
শীঘ্রই ঈশ্বর
দুঃসময় সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসছেন

এসো
আমরা এখন
হোমিওপ্যাথির
ডুমুরের
কিম্বা এক ঝকঝকে
ফিটন গাড়ির কথা বলি

বসে আছি যদি

বিষণ্ণ আধার থেকে নিলে গঙ্গাজল
আশ্চর্য ছবির কিছু রঙ
            মেখে নিলে চোখে মুখে গায়ে
হাত তুলে থামালে বাতাস
            নিলে প্রাণ   গতি
            গোপনীয় খবরাখবর
প্রচ্ছন্ন শিকড় থেকে
            নিলে প্রতিশ্রুতি
পায়রা উড়িয়ে কিছু রমণীয়
            শব্দ ছুঁড়ে দিলে

বসে আছি
শিরদাঁড়া সোজা ক'রে বসে আছি
            যদি এরই মধ্যে পেয়ে যাই
অনুজ্জ্বল কবিতার
            লুকনো শরীর

গাছেরও বয়স বাড়ে

প্রতিদিন মানুষের বয়স বাড়ছে
গাছেরও বয়স বাড়ে
পৃথিবীতে প্রতিদিন লোক বেড়ে যায়
ক্রমশ ভেজাল বাড়ে
বাড়ে লোভ   জুয়াচুরি
          জিনিষপত্রের দাম
          বাড়ে অনটন
               অভাব উদ্বেগ
মুনাফাখোরের টাকা বেড়ে বেড়ে
               কালো হয়ে যায়

প্রতিদিন বাড়ে রক্তচাপ
               অক্ষমতা
নিজের বিরুদ্ধে যত   অভিযোগ
প্রতিদিন বিশুদ্ধ শিল্পের প্রতি
               আকর্ষণ বাড়ে

প্রতিদিন
কেবলই আলোকহীন
আমাদের শরীরী দূরত্ব বেড়ে যায়

সংরক্ষণের সময় এখন

আর কোনো সংগ্রহ নয়
সংরক্ষণের সময় এখন
প্রেম আর প্রেমহীনতার
মধ্যে এক সূক্ষ্মতম সরলরেখায়
যে শিশুটি খেলা করে
তার জন্য
পবিত্র শয্যার সুখ
প্রচ্ছন্ন চাঁদের নীল
অভিজ্ঞ নিখুঁত উষ্ণ ভালোবাসা
চিত্রিত দেওয়াল
ভীষণ জরুরী

উন্মুক্ত পরিধি নয়
এখন বৃক্ষের
শামুকের
উঁচু পাচিলের কথা
ভাবার সময়

কলকাতা

কলকাতা আমার নয়
কলকাতা তোমারও নয় ঠিক
কলকাতা পাপের নয়
গোলাপের দীপ্ত চলাফেরা
তার সব সুষমা নিয়েছে
কলকাতা নিভার নয়
শাসকও প্রেক্ষয় জটিল
কলকাতা স্বপ্নের নয়
নয় আকলের
তৃষ্ণার   তৃপ্তির
কলকাতা বিদ্রোহী নয়
নয় অক্ষম আগ্রাসী
অথবা কৃপণ নয়
নয় ব্যক্তিত্ববিহীন
কিছুটা সহনশীল
হয়ত বা সুখী সমর্পণে
কলকাতা কুণ্ঠের নয়   নয় কামুকের
অচ্ছায় সঙ্গীতের ছোঁয়া
শুধু রূপান্তর তাই তার অনায়ত্ত নয়

কেবলই নির্মাণ আর অস্তবহীন
বেড়ে ওঠা নিয়ে
উদাসীন কলকাতা ক্রমশ বাস্তব
নতুন প্রজন্মে যেন আরো বেশী স্বেচ্ছাচারী
নির্বিকার খেলায় বিশ্বাসী
যেন এক অহঙ্কারী যুবা

কেন আর কেউ নয়

এ রকম হয় হয়ে থাকে
পবিত্র আবেগে মুগ্ধ
যে বাউল
হেঁটে যায়
হঠাৎ পেছন থেকে
তাকেও থামিয়ে দেয় কেউ
থেমে যায় খরস্রোতা নদী
মাথার ওপরে ছাদ
মিলিত আকাশ ভাঙে
ভেঙে ভেঙে ভাগ হয়ে যায়
এ রকম হয় হয়ে থাকে
কিন্তু সারাক্ষণ
আমাকে ঘিরেই কেন ভাঙচুর
যাবতীয় অস্থির অসুখ
বারবার
শীতের শ্মশানে কেন আমি
কেন শেষ দৃশ্যে
ইন্দ্রজাল
কিম্বা কোনো ভানুমতী
কখনো থাকে না

জন্মদিনের কবিতা

তোমার জন্মদিনের জন্যে একটা কবিতা লেখার ইচ্ছে ছিল আমার
কাঠবেড়ালির নাচ নিয়ে বেলোয়ারি কাঁচ নিয়ে
এবার তোমার জন্যে একটা কবিতা লেখার ইচ্ছে ছিল খুব
গতবার তোমার জন্মদিনে ঝড় উঠেছিল
সমস্ত আলো নিভে গেলে নীল বাতিদানের পাশে বসে
কবিতা পড়েছিল তোমার প্রেমিক
গম্ভীর গলায় আরেকজন গেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গান
এবার তোমার জন্যে স্নিগ্ধ অন্ধকার সৌধচূড়া
অচেনা দুর্গ অমরত্ব আর কালবোশেখীর কথা নিয়ে
একটা কবিতা লেখার ইচ্ছে ছিল আমার
চাষবাসের মুনাফার শালিখের শিরীষগাছের
কিম্বা উড়ন্তচাকির কথা নিয়ে
তোমার জন্মদিনের জন্যে এবার কোনো লৌকিকতা নয়
পরিণত শব্দের অভাবে শব্দহীনতায় ডুবে যাওয়ার
আর হিমঘরের কথা নিয়ে
একটা কবিতা লেখার খুব ইচ্ছে ছিল আমার

নষ্ট নাকছাবি

আমাদের যাদের ফেরার কোনো রাস্তা নেই
আমাদের যাদের এগোনো মানেই একটু পিছনো
আমাদের যাদের সম্পদ মানে মেঘলা আকাশ
আর নষ্ট নাকছাবি
আমাদের যাদের সর্বাঙ্গ বর্ণহীন বিষাদে জর্জর
আমাদের যাদের শৈশব রঙীন বেলুন নয়
আমাদের যাদের যৌবন এক ডুবন্ত জাহাজ
আমাদের যাদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়
আমাদের যাদের প্রকৃত কোনো ইতিহাস নেই
আমাদের সকলের জন্যই আজ
চড়ুইভাতির ভোজ রান্না হচ্ছে
জাহাজঘাটায়
আমাদের সকলের জন্য
চলৎশক্তিহীন সারিসারি জাহাজ দাঁড়িয়ে

হেরে যাচ্ছি

হেরে যাচ্ছি
মানুষের হীনতার কাছে হেরে যাচ্ছি
বারম্বার
ফুল ফোটার আগেই ঝরে যাচ্ছে কুঁড়ি
আলোর বদলে শুধু
ফিরে আসছে ছায়া
হেরে যাচ্ছি
মিথ্যাচারণের কাছে
কৃত্রিম সোহাগ কিম্বা নষ্ট শরীরের কাছে
নিষ্ঠুর দাম্ভের কাছে
হেরে যাচ্ছি বারম্বার
সামান্য হাওয়ায়
ভেঙে পড়ছে দেবদারু ঝাউ
বুকের ভেতর থেকে
কেউ যেন ছুঁয়ো দিচ্ছে অবিরাম
হেরে যাচ্ছি
মানুষের হীনতার কাছে হেরে যাচ্ছি
বারম্বার
সাজানো নৌকাও আজ
ডুবে যাচ্ছে প্রায় হাঁটুজলে